চোখ তার চাঁদের তুষার

জে এম আজাদ

জলছবি প্রকাশন

চোখ তার চাঁদের তুষার

জে এম আজাদ

জলছবি প্রকাশন

চোখ তার চাঁদের তুষার
জে এম আজাদ

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
ব্লক-বি, সড়ক নং ৬, শেখেরটেক
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
কবি তনয়া–
পুষ্পিতা আজাদ ও উদিতা আজাদ

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা

ISBN : 978-984-94525-7-7

মূল্য ২৫০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

facebook.com/JalchobiProkashon
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭

Copyright @ Author

CHOKH TAR CHANDER TUSHAR by J M Azad
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushye Boimela 2020
Price Taka 250, US $ 7

উৎসর্গ

পুষ্পিতা আজাদ ও উদিতা আজাদ
আমার কন্যাদ্বয়–যারা তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায়
আমাদের সম্মান সমুন্নত করছে
ক্রমাগত

সূচিপত্র

যুগসন্ধির মন্দিরা	৯	৩৫	এসো এই তীর্থযাত্রায়
আয়ুরেখা	১০	৩৬	শেষ বিকেলের অন্তরাগ
ভাঙ্গন	১০	৩৭	বিষাদের জননী
হৃদয়ের ধর্মশালা	১১	৩৭	প্রীতির ছায়াঘর
নদীতে নিমজ্জন	১২	৩৮	মন মন্থনের যমুনা
সহমরণ	১৩	৩৯	তোমার রৌদ্র-ছায়ায়
নবগ্রামের গল্পগাথা	১৪	৪০	থিতু ইরাবতীর দর্পণ
সেই সমর্পণ প্রেমের	১৫	৪০	হৃদয়ের রক্তপলাশ
কতদূর আর যাবে বলো	১৬	৪১	মৃত্যু সমান মৌনতা
পলাতকা দহন	১৭	৪২	রৌদ্রজল এই বুকের যমুনায়
মৃতু-মোহন	১৮	৪৩	ধূলিঝড়
সুখ সৈকতের সমুদ্র	১৯	৪৪	অনশ্বর রাত বকুল
অহল্যা জমিনের কৃষাণ	১৯	৪৫	তুমি চেয়েছ তাই
প্রেমফুলের ঘ্রাণ	২০	৪৬	সুরার সংবেদ
শুষ্ক তৃণভূমি	২১	৪৭	তোমার ছায়াগাছ
বিরহী চৈত্রের খরা	২১	৪৮	দৃষ্টিকোণ
অগ্নিবিলাস	২২	৪৯	স্মৃতি মানেই–
কামনা পাথর	২৩	৫০	হৃদয়ের রক্তরাগ
দুমুঠো রোদ	২৪	৫১	বন্ধুত্ব মানে
আলোর সন্দীপণ	২৫	৫২	অন্ধকার আবর্তে
তোমার দ্রাঘিমায়	২৬	৫৩	মূর্ত মানব
মৃত্যুচিন্তা এক কঠিন মনোরোগ	২৭	৫৪	জীবনের ধর্মশালায়
বিনত বিভ্রম	২৮	৫৫	গূঢ় অনুভব
ঘর-নদীজল	২৮	৫৫	কবরের মৃত মাটি
শিল্পের বয়ান	২৯	৫৬	অমল মৃত্যুর রাত
কষ্ট পলির দানা	৩০	৫৬	অচেনা বাবুই পাখি
স্রোতের উজান পথ	৩০	৫৭	বহু কষ্টের খরাপথ
ভালোবাসা এক সত্যপাথর	৩১	৫৮	বিপ্রতীপ দিগন্ত
ভালোবাসার সুবর্ণ মন্দিরে	৩২	৫৮	শেষ ভাঙনের ঢেউ
কল্পরাতের বিনত শিশিরে	৩৩	৫৯	কষ্ট আকরের দানা
চৈত্রের পোড়া	৩৪	৫৯	বাতাসে চৈত্রের মাদকতা

নিঃস্বতার ঘোর	৬০	৭২	বিরাণ চন্দ্রিমায়
বিষাদ গ্রীষ্মের খরা	৬১	৭৩	বিবাগী বিবশ
পার্শ্বচিত্রের তুমি	৬২	৭৪	মগ্ন প্রেমের মনীষায়
পার্শ্বচিত্রের তুমি-২	৬৩	৭৫	জহরের জন্য পঙক্তিমালা
বয়োপ্রাচীন তুষার	৬৪	৭৬	নদীতে নমন
স্মৃতির মৌতাত	৬৫	৭৭	সহমরণ
এ্যাকোয়া কামড়	৬৬	৭৮	সেই সমর্পণ প্রেমের
জ্যোৎস্না ও জলের সন্ধি	৬৬	৭৯	পলাতকা দহন
মৃতের কবর	৬৭	৮০	ফজলুর জন্য শোকগাথা-২
প্রপাত জলের তল	৬৮	৮১	রোদে পোড়া মাটির গল্প
নমন	৬৯	৮২	চাঁদ ও চৈতালীর গল্প
বিপ্রতীপ পাথর	৭০	৮৩	অচিন পথের কাব্য
রোজবেল স্কুলের মেয়েটা	৭১	৮৪	ঘোরেই কেটে যাক শতেক বছর

প্রণয় পুরাণ ১ থেকে ৪১ : পৃষ্ঠা ৮৫–১২৩

যুগসন্ধির মন্দিরা

পেছনে রেখে লিথোগ্রাফ লিপি
তুমি যখন মেরুন কন্যা হয়ে বসে থাকো
ভেতওে আমার বেজে ওঠে যুব-শঙ্খ
বেজে ওঠে অরণ্য মন্দিরের গান;
ঘরের সাথে মৈত্রী হবে ভেবে
বনের নিভৃত থেকে উঠে আসি আমি
গৃহের কুলুংগীতে;
এই মনুষ্যখোলের ভেতরে নেচে ওঠে তখন
এক যাযাবর মন, যুগসন্ধির মন্দিরা।

পেছনে রেখে যুগল পাহাড়ের গল্প
তুমি যখন ছাইরঙ থেকে উঠে আসো বনেদী মেরুনে
আমার কেন জানি ধ্যান টুটে যায়
সংকল্পের টোঙঘর থেকে উঠে আসি আমি
তোমার প্রাসাদ তোরণে,
আলোকচিত্রের নিগূঢ় লিপি দিয়ে
লিখে ফেলি বিমূর্ত প্রেমের গীতিকা।

অনুপ্রেমের মন-প্রান্তিকে থেকে থেকে
তোমার বিকেল সন্ধ্যা হোক দিয়াবাড়ীর ধুলোয়
আমার রাত ভোর হোক বিষণ্নতার শিউলিতে।
এভাবেই আমরা একদিন পুড়ে পুড়ে পাথর হবো।

আয়ুরেখা

কদিন হল আয়ু রেখাটার প্রান্ত দেখতে পাচ্ছিলাম
এক ধরনের অস্বস্তি পাথর বুকে চেপে বসেছিল
ভয় হচ্ছিল পরীক্ষায় দাঁড়াতে
শেষমেশ ভাঙ্গা পাঁজরের কংকাল নিয়ে
দাঁড়িয়ে গেলাম; দৃশ্যপটের প্রান্তটা
স্বস্তির সুষমা ছড়িয়ে
একটু দূরে সরে গেল।
হঠাৎ পাওয়া আলোয়
মধ্যাহ্নটা যখন সকাল হয়ে যায়
নবজন্মের ঘ্রাণে মনটা পুরোপুরি মেতে ওঠে
উদযাপনের উৎসবে।
এই মাটি ও জল আমার অনন্ত সহচর
এই আকাশ আমার নীলময়ূরের জননী
আমার কল্প-শ্রাবন, পায়ে কাটা বর্ষাজল ছেড়ে
বলো তো আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াই?

রূপনগর ১৯-১১-২০১৯

ভাঙ্গন

ভাস্বর রোদের দিন
তুমি সুললিত দৃশ্য সুষমাকে না ছুঁয়ে
কেন জানি আমার গ্রীবায় রেখেছিলে হাত;
বুক-দেরাজটা খোলা আছে জেনেও
দখল দলিলে রাখোনি হাত
আমার অতি প্রাচীন দৃষ্টি-মৈথুন চেয়ে
আঙ্গিনা জুড়ে ছুড়ে দিয়েছিলে শরীরি শ্রাবণ;
এভাবেই এক রোদবসন্ত দিনে
আমার ভাঙ্গন হয়েছিল।

রূপনগর ২৬-০৬-২০১৯

হৃদয়ের ধর্মশালায়

চলে এসো বন্ধু স্বপ্নের আর্দ্র-পারদে ভেজা
এই কুয়াশা গন্ধময় সুনীল শহরে,
আমরা রোদ-কাতান দিয়ে
তোমায় বরণ করে নেবো।
তুমি আসলে এই শহরের দ্বীপসম পৃথক অস্তিত্বগুলো নড়েচরে উঠবে
বায়ুতে বিচ্ছুরিত হবে অমল আনন্দ
সন্ধ্যা সেজে উঠবে হাজার আলোর ঝাড়বাতিতে;
ছায়া-দীঘল একটা পথকে স্বপ্নের টানেল বানিয়ে
আমরা বরণ করে নেব তোমায়
বন্ধুত্বের বিনত শ্বাসে।
চলে এতো বন্ধু ঠাসবুননের এই পাথুরে শহরে,
আকাশছোঁয়া অট্টালিকার মিনারে চড়ে
আমরা কান পেতে শুনবো মেঘপরীদের গান,
দূর দিগন্তের অস্পষ্টতায় চোখ রেখে
আমরা খুঁজে নেব স্মৃতির শুভ্রদানা
যেখানে চেতনার রোদ পড়ে
চিকচিক করে প্রেমদানা;
ভালোবাসা তো এমনই
স্মৃতির তুলোনরম মেঘগুলো গলিয়ে গলিয়ে
জীবনের না ছোঁয়া সব ঝর্ণাধারায় নামতে শেখায়।
ও বন্ধু তুমি আসলে বারেক
এভাবেই ভালোবাসা নামক এক প্রার্থীত
ভোরের মোড়ক খুলে যাবে হৃদয়ের ধর্মশালায়।

রূপনগর, ২২ নভেম্বর-২০১৯

নদীতে নিমজ্জন

কী ভেবে যে মেঘের ছায়া ধরে আছ
নিজের নীলময়ূরী শরীরে,
এই মেঘ গাঢ় হতে হতে
যদি একদিন গলে যায়
তোমাকে ভেজাতে ভেজাতে যদি
ডুবোজল করে, তখন?
তোমার বনেদী বরফ যদি গলে গলে
মিশে যায় তলানীর মিনতি পাথরে
তবে তো ক্ষয় হয়ে যাবে
তোমার প্রাসাদ পাষাণ, ঘরের সঞ্চিতি?
সেই তুমি কি তখন আমায় বেঁধে ফেলবে রৌদ্রের শেকলে,
পুড়িয়ে পুড়িয়ে কি ছাই করে দেবে আমায়
তোমার অচিন্তন চুলোয়? অথবা-
তছনছ করে নিজের নিদবিতান
তুমি কি আমায় তুলে নেবে
নিজেরই চেতনার আরোহ অগ্নিতে?
চিত্তে যদি প্রণয়ের ক্ষয়রোগ
তবে জেনো বিস্মরণের মাদুলী যোগে
কোন আরোগ্য নেই; বুকপোড়ানো ছাই হয়ে
মিশে যাও এই ধ্বস্ত ধুলিতে;
ধরণী দেখুক, প্রেমের মৃত মঞ্জিলে পিণ্ড দিতে
মেঘগাঢ় জলের কীভাবে হয় নদীতে নিমজ্জন।